OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 100
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 797 - 803
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 797 - 803
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কৌশিক গাঙ্গুলীর ‘আরেকটি প্রেমের গল্প’ ও ‘নগরকীর্তন’ সিনেমায় বিকল্প লিঙ্গ ও যৌনপরিচয় প্রসঙ্গে চৈতন্য অনুষঙ্গ

অঙ্গনা তা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: anganatah27@gmail.com
0009-0007-1497-4032

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Sri Chaitanya, heteronormativity, gender, sexuality, androgyny, non-normativity.

Abstract
The demigod Sri Chaitanya gradually turned into a myth down from the Middle Ages. The cult of Sri Chaitanya has seen a resurgence in the contemporary art and culture. This becomes more intriguing as nowadays Sri Chaitanya is seen as a human being, instead of any divine figure. However, the discussion turns into a debate when Chaitanya and and his practised idelogy Gaudiya Vaishnavism is seen through a queer lens. Contemporary Bengali filmmaker Kaushik Ganguly uses Sri Chaitanya and his idelogy as a subtext in his films Arekti Premer Golpo (Just Another Love Story, 2010) and Nagarkirtan (The Eunuch and the Flute Player, 2019). Both these films celebrate non-normative love and along with that explore gender performativity and sexual ambivalence. The paper seeks to analyse how far the director has been successful in contextualising Sri Chaitanya in his delineation of non-normativity and resistance of heteronormativity.

Discussion

লিঙ্গ ও যৌন পরিচয় হল একটি সামাজিক নির্মাণ। তথাকথিত পুরুষ-নারী এবং তৃতীয় লিঙ্গ অর্থাৎ হিজড়া- একমাত্র এরাই এবং এদের একরৈখিক, শৃঙ্খলিত জেন্ডার ও সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি সমাজের ইতিবাচক মানদন্ডের অধিকারী। সমাজই নির্ধারণ করে পুংলিঙ্গ নিয়ে জন্মেছে মানে সে হবে ক্ষমতাবান, শক্তিশালী, স্ত্রীলিঙ্গ নিয়ে জন্মানো মানে সে দুর্বল, কোমল প্রকৃতির। সেই সঙ্গে বিসমকামী সম্পর্কই একমাত্র নরম্যাল। যৌনতার বহুরৈখিক, অনেকান্তিক, সর্বব্যাপক ধারণা সমাজের নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গীর শিকার এবং সেই সূত্রে সমস্ত নন-নরম্যাটিভ মানুষও সমাজের চোখে অ্যাব-নরম্যাল, অসুস্থ। ‘same sex love in India: A literary history’- তে রুথ ভণিতা ও সলিম কিতবাই এর কথায়, ১৮৬১ সালে ব্রিটিশরা আইন করে হোমোসেক্সুয়ালিটিকে অপরাধ বলে প্রতিপন্ন করে মেকি মর্ডানিটির হাত ধরে বিসমকামী সমাজকেই প্রতিষ্ঠা দেয়।[১] কিন্তু আজকের দিনে এই সমান্তরাল বা বিকল্প যৌনতার প্রবহমান বিচিত্র রূপ বহুচর্চিত একটা বিষয়। বিশেষ করে যখন ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ৩৭৭ নম্বর ধারায় সমকামীতাকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। এই বৈধতা সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলার কারণস্বরূপ বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয় ও যৌন অভ্যাসের অস্বীকৃতিকরণকে। প্রতাপের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 100
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 797 - 803
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজনীতিতে বিপরীতকামী যৌন সম্পর্কই হয়ে ওঠে অভ্রান্ত এবং যৌনতার অপরাপর অন্যান্য অভিমুখগুলি হয়ে ওঠে 'অসামাজিক' এবং সেই সূত্রে 'অস্বাভাবিক'। তবে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো, ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে লিঙ্গ ও যৌন পরিচয় অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। কারণ সেই যুগে দেখা যায় প্রথাগত বিসমকামী লিঙ্গ পরিচয় ও যৌনতার পাশাপাশি বহুমুখী লিঙ্গ ও যৌন সংস্কৃতির প্রকাশ। সুমন সরকার *যৌনতা ও বাঙালি* গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে (ইতিহাসে 'পুরুষোচিত নারী' এবং নারী সমকাম প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে) বলেছেন,-

> "প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে লিঙ্গ ও যৌনতা পাশ্চাত্য দ্বিমেরুক্রেন্দ্রিক কাঠামো অপেক্ষা অনেক বেশি বর্ণময়।"[২]

সেই যুগে আইন প্রণয়ণের দ্বারা এর বৈধতা স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিকরণের জন্য বিচারের প্রয়োজন পড়েনি। প্রাচীনকাল থেকে মুঘল ভারতে বিভিন্ন দেশীয় শাস্ত্র ও ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমনবৃত্তান্তে পুরুষালি নারী বা নারী সমকামের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন ঋক-বৈদিক যুগে সমকামী সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এমনকি তা বিবাহের সমতুল্য মর্যাদা পেয়েছে। আবার বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'ও বর্ণিত হয়েছে পুরুষসুলভ নারী ও বহুমাত্রিক যৌনতার প্রসঙ্গ। এছাড়া বিভিন্ন শিল্প-সংস্কৃতি স্থাপত্যের মধ্যেও সমকামী চিত্রের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন *রামায়ণ*-মহাভারত থেকে মধ্যযুগীয় অনুদিত মহাকাব্যেও বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের উল্লেখ পাই। অর্ধনারীশ্বরতার প্রতিভূ চৈতন্যদেবের মধ্যেও বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের প্রাধান্য দেখতে পাই, যা সমাজের প্রথাগত হেটেরোনরম্যাটিভ লিঙ্গ ও যৌন সংস্কৃতি অতিক্রমকারী এক স্বর। এই দুটি সিনেমায় চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গে বিকল্প লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের মুক্ত অন্বেষণের সুদূরপ্রসারী আলোচনা সম্ভব। পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলীর শিল্প-প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এই ছবি দুটি বিকল্প যৌনতার বিষয়-দর্শনের সঙ্গে চৈতন্যদেবকে সাবটেক্সট হিসেবে ব্যবহার করে সেই বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্যকে তুলে ধরার প্রক্রিয়া জারি রাখে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রয়োজন।

এই গবেষণা পত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যুইয়র দর্শনের সাহায্য নিয়েছি। যে দর্শনের মূল কথা হল, জেন্ডার ও সেক্সুয়াল সংক্রান্ত যেকোনো ধরণের হেটোরোনরম্যাটিভ ধারণার বিরোধিতা করা। অর্থাৎ ক্যুইয়র হল নন-নরম্যাটিভ। ক্যুইয়র বিশ্বাস করে মাল্টিপ্লিসিটিতে। 'heterosexsuality', 'homosexuality' এই একবচনীয় ফর্মুকে ক্যুইয়র স্বীকৃতি দেয় না। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ক্যুইয়র দার্শনিক জুডিথ বাটলারের কথা স্মরণ করা যায়, -

> "পুং লিঙ্গের অধিকারী হলেও একটা মানুষের মধ্যে পুরুষত্বের ততটা সম্ভাবনা বর্তমান যতটা একটা নারী শরীরে বর্তমান। অন্যদিকে স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারী একটি মানুষের নারীত্বের ততটা সম্ভাবনা বর্তমান যতটা পুরুষ শরীরে বর্তমান।"[৩]

আসলে জেন্ডার হল একটা পারফরমেন্স, যা সদা পরিবর্তনশীল। যৌন পরিচয়ের ক্ষেত্রেও ক্যুইয়র মাল্টিপল সম্পর্কে স্বীকৃতি দেয়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবকে একজন ক্যুইয়র ব্যক্তি বলা যায়, যিনি মাল্টিপল জেন্ডার ও সেক্সুয়াল পারফরমেন্সের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে উজ্জ্বল ভাবমূর্তিতে বিরাজমান। এই গবেষণা প্রবন্ধ *আরেকটি প্রেমের গল্প* ও *নগরকীর্তন* এই দুটি সিনেমা পর্যালোচনা করে দেখতে চাইবে কীভাবে চৈতন্যদেবের এই অনুষঙ্গ ব্যবহার করেই বিকল্প লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের বহুবিধ রূপ পরিস্ফুটিত করেছেন। একইসঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক বিসমকামী মানসিকতা প্রতিহত করতে পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী কতটা সফল হয়েছে সেই বিচারও এই গবেষণার বিষয়বস্তু।

পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলীর *আরেকটি প্রেমের গল্প* ও *নগরকীর্তন* এই দুটি সিনেমা রচনার পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার পারফরমেন্স ও যৌনতার অপরাপর সম্পর্ককে সেলিব্রেশন করা। যেখানে বিপরীতকামী যৌন সম্পর্কের বিরোধী স্বর শোনা যায়। এই বিকল্প লিঙ্গ ও যৌন চেতনার প্রতীকী শরীক হিসেবে চৈতন্যদেবের অভিব্যক্তি হল সামাজিক দ্বৈততা অতিক্রমী। এইরকম অর্ধনারীশ্বর সত্তার প্রতিভূকে কৌশিক গাঙ্গুলীর শিল্পী-মন বিকল্প লিঙ্গ ও যৌনতার প্রাসঙ্গিক সূত্রে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 100
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 797 - 803
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিবেষ্ঠিত করেছেন *আরেকটি প্রেমের গল্প* এবং *নগরকীর্তন* এ। ফলে বিকল্প লিঙ্গ ও যৌনতার নানান অভিমুখ সিনেমার মূল স্রোতে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

'আরেকটি প্রেমের গল্প'তে পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের বৈচিত্র্যময়তা এবং একই সাথে বিসমকামী সম্পর্কের মতোই সমকামী বা আরও অন্যান্য বিভিন্ন সম্পর্কের স্বাভাবিকতা দেখাতে চেয়েছেন। এই সূত্রে পরিচালক রাধা কৃষ্ণের প্রেমের মিথকে সাবটেক্সট হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং সেখানে চৈতন্য অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। এই সিনেমার ভিতরেই আর একটি সিনেমা, যেখানে আমরা দেখি একজন পরিচালক অভিরূপ ও তার সিনেম্যাটোগ্রাফার বন্ধু বাসুদেব দিল্লী থেকে কলকাতা আসেন চপল ভাদুড়ীর উপর তথ্যচিত্র নির্মান করতে। চপল ভাদুড়ী একজন কিংবদন্তি যাত্রাশিল্পী, যিনি মহিলার চরিত্রে অভিনয় করতেন। শুধু নারীচরিত্রে অভিনয় নয়, তিনি মানে-প্রাণে ছিলেন নারীসুলভ। ক্রমশ আমরা জানতে পারি চপলের মতো অভিরূপও একজন রূপান্তরকামী মানুষ। সিনেমায় এদের দুজনের জীবনের গল্প সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। তাই চপলের জীবনাদর্শনকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাও সহজ হয় অভিরূপের পক্ষে। চপলের মতোই বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত হয় অভিরূপ। অভিরূপের সঙ্গে তার চিত্রগ্রাহক বন্ধু বাসুর সমকামী সম্পর্ক এবং একই ভাবে শ্যুটিং চলাকালীন উদয়ের সঙ্গেও অভিরূপের সম্পর্ককে পরিচালক যে স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গে পরিস্ফুটিত করেছেন, তা সমাজ নির্মিতি বিসমকামী সম্পর্কের বিরোধী সুর। আবার বাসু চরিত্রটিও উভকামী। তার স্ত্রী এবং তার সন্তান সম্ভাবনার ইঙ্গিত মাল্টিপল যৌন সম্পর্কের মানসিকতাকে সেলিব্রেশন করে পরিচালক। এই বহুবিধ যৌন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পরিচালক তুলে ধরেছেন বিকল্প যৌনতার বহুমাত্রিক স্বর। এই সম্পর্কগুলো উদযাপনের ক্ষেত্রে পরিচালক যেমন রাধা-কৃষ্ণ প্রের মিথকে সাবটেক্সট হিসেবে ব্যবহার করেছেন তেমনি অভিরূপের সঙ্গে চৈতন্যের সাদৃশ্য পরিচালক সচেতনভাবেই উপস্থিত করেছেন। চৈতন্যদেব সমকামী, বিসমকামী, উভকামী যৌন সম্পর্ক ও লিঙ্গ পরিচয়ের মাল্টিপ্লিসিটিকে যেভাবে বর্ণময় করেছে তাঁর প্রতিমূর্তী হিসেবে অভিরূপ বা চপল ভাদুড়ীর জীবনও বর্ণময় হয়ে উঠেছে। যদিও উভয়ের জীবনালেখ্যর অভিমুখ সময় ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বতন্ত্র। অভিরূপ উচ্চবিত্ত পরিবারে বড়ো হয়ে ওঠার সুবাদে তার চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে ছিল নিজস্বতা। সে তার নিজের জেন্ডার ও সেক্সুয়াল পারফর্মকে উপভোগ করতে পারত তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী। অন্যদিকে চপল ভাদুড়ী ছিল অসহায়, একাকী মানুষ। তাঁর পারিবারিক জীবন খুবই দুঃখের ও কষ্টের। তার নারীসুলভ আচরণের প্রতি সমাজের কটাক্ষ সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পরিচালক সকলের ব্যক্তিত্বে সম্প্রসারিত করেছেন সমাজ নির্মিত তথাকথিত বিসমকামী জেন্ডার ও সেক্সুয়াল আইডেন্টিটির বিরোধী সুর। বাইনারী অতক্রমী মানসিকতাকে স্বীকৃতি প্রদানের চেষ্টা করে গেছেন।

ঠিক একই ধারণা পোষণকারী ব্যক্তিত্ব শ্রীচৈতন্য। তিনি সমাজ নির্দিষ্ট লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের চিরাচরিত ধারণাকে নস্যাৎ করে নারীভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় নিজের ভক্তবৃন্দের ছত্রছায়ায় তিনি ছিলেন স্বাচ্ছন্দ্য। রুথ ভণিতা ও সালিম কিতবাই *এর Same-Sex Love in India: A Literary History* গ্রন্থে বলেছেন,-

> "The sixteenth-century Gaudiya Vaishnavas, followers of shri Chaitanya developed an elaborate theology of bridal mysticism. Intensely emotional relationship often develop between male devotees participating in such mysticism."[৩]

চৈতন্যের অনুসারী শিষ্যরা তাঁর মধ্যে রাধাভাব যেমন লক্ষ করেছেন, তেমনি তারা নিজেরাও রাধা ভাবে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। আবার স্ত্রীর সঙ্গে বিসমকামী সম্পর্কেও ক্ষেত্রেও তিনি সমানভাবে সাবলীল। তাঁর লিঙ্গ পরিচয় ও ছিল ফ্লেক্সিবেল। গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ এর কথা উল্লেখ করে রুথ ভণিতা দেখিয়েছেন, -

> "It is important to notice that gender, like the body itself, is seen as a garment, a disguise ... Gender is not rigid and unchangeable, nor does it fully determine the self."[৪]

অর্থাৎ লিঙ্গ পরিচয় এমন একটা শারীরিক গঠন যা একটা পোশাকের মতো, যেন ছদ্মবেশ। অর্থাৎ চৈতন্যের লিঙ্গ ও যৌনতার এই অনেকান্তিক রূপ চৈতন্য জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে স্পষ্ট চিত্রিত, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 100
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 797 - 803
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া।
স্তনপান করায়ে পরম স্নিগ্ধ হৈয়া।।
...
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা।"[৫]

পুরুষ হয়েও মাতৃভাবে স্তনপান করানোর মধ্য দিয়ে একথা প্রমাণ হয় যে, নারী পুরুষ দ্বৈত সত্তা থাকতে পারে। একজন মানুষের মধ্যে। এবং তিনি যেকোনো লিঙ্গ পরিচয়ে সাবলীল সে পিতা মাতা যাই হোক। চৈতন্যদেবের জেন্ডার পারফর্মেন্স *এর আরও উদাহরণ চৈতন্যভাগবত* এ দেখা যায়, -

"শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
...
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মীবেশে।"[৬]

অভিরূপ চপল ভাদুড়ীর উপর তথ্যচিত্রর শ্যুটিং করার জন্য উদয়ের হেতমপুরের বাড়ির পিছনের দিকে ছবি দেখে মন্তব্য করেন, -

> "Chaitanya is the epitome of the cultural androgyny of this country. Radha and Krishna are almost symbiotic in him."[৭]

বিকল্প যৌনতা প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের এই অনুষঙ্গগুলি পরিচালক অভিরূপের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্মিলিত করেছেন দর্শকের কাছে উপস্থাপনের জন্য। বাসুদেব কৃষ্ণের আর এক নাম তার সঙ্গে অভিরূপের সমকামী সম্পর্ক, চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ প্রেমের কথা মনে পড়ায়। এছাড়া অভিরূপের ন্যাড়া হওয়া, ময়ূরের পালকের ব্যবহার সবকিছুর মধ্যেই রাধা-কৃষ্ণের মিথকে ব্যবহার করে চৈতন্যের সঙ্গে সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ব্যক্তিগত 'আমি' বিচিত্র রূপকে উদযাপনের পাশাপাশি প্রতিবাদী স্বরের প্রতিধ্বনি এবং তার সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয় যন্ত্রণার অনুরণন। 'বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা' এই গানের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরিচালক বোঝাতে চেয়েছেন রাধা হয়ে জন্ম না নিলে তার বিরহ, তার একাকীত্ব, তার ভালোবাসা বনমালী অনুধাবন করতে পারবে না। চৈতন্যের সঙ্গে অভিরূপের সম্মিলিত জীবনালেখ্য বহমান এই সিনেমায়। তবে অভিরূপের জীবন, দর্শন ও মনন তাকে চপলের থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র করেছে। দু'জনের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যই দু'জনের মানসিকতাকে বিভাজিত করেছে। একটি সংলাপে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, -

> "**অভিরূপ সেন**।। আচ্ছা, তুমি কি সত্যি সত্যি নিজেকে মেয়ে মনে করো চপলদা?
> **চপল ভাদুড়ী**।। ওমা! ব্যাটা ছেলে যদি ভাবতুম, তাহলেতো ল্যাটা চুকেই যেত! কেন তুমি ভাবো না?
> **অভিরূপ সেন**।। না।
> **চপল ভাদুরী**।। ভাবো না যে ঠাকুর তোমাকে মেয়ে গড়তে গড়তে ছেলে করে ফেলেছে?
> **অভিরূপ সেন**।। না ভাবি না। আমি ভাবি, মেয়েরা আলাদা। ছেলেরা আলাদা। আমরা আলাদা।"[৮]

এখানেই চপলের সঙ্গে অভিরূপের মানসিকতার পার্থক্য। চপল মনে-প্রাণে নিজেকে নারী ভাবে এবং সমাজের তথাকথিত নারীসুলভ সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে নিজের সঙ্গে একাত্মীভূত করে নেন। অভিরূপ ঠিক এর উল্টো। তার জেন্ডার পারফরমেন্স ফ্লেক্সিবেল। সে সমাজের তথাকথিত ছাঁচে ঢালা নারীসুলভ আচরণের পক্ষপাতি ছিলেন না। সে নিজেকে নারী বা পুরুষের থেকে স্বতন্ত্র ভাবতেন। অভিরূপের এই চরিত্রই সমাজ নির্মিত জেন্ডার আইডেন্টিটির বিপরীতে প্রতিবাদী স্বর। অভিরূপের এই এগজিস্টেন্সকে সেলিব্রেট করতে গিয়ে পরিচালক চৈতন্যদেবের বহুমুখী মানসিকতার প্রতি সম্পৃক্ত হয়েছেন। অভিরূপের যৌন আচরণও সমাজ নির্দিষ্ট প্রথাগত বিসমকামী মানসিকতা অতিক্রমী। তার প্রমাণ বাসুর সঙ্গে সমকামী সম্পর্কের সংলগ্নতা। সেই সঙ্গে অভিরূপ তার সম্পর্ককে কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোতে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি। সবথেকে বড়ো কথা বাসুর বিচিত্র যৌন আচরণ অভিরূপের কাছে ততটাই স্বাভাবিক ছিল যতটা তার নিজের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 100
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 797 - 803
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অভিরূপ বাসুর স্ত্রীর দুঃখেও সমব্যাথী ছিল। অভিরূপের একা থাকার সিদ্ধান্ত তাকে হেটেরোনরম্যাটিভ চিন্তাধারার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক ভিন্ন ব্যাক্তিত্বে উত্তীর্ণ করেছে। এইভাবে হেটেরোনরম্যাটিভ লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের উর্ধে উঠতে পেরেছেন *আরেকটি প্রেমের গল্প* এর পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী।

ঠিক একইভাবে, পরিচালকের নন-নরম্যাটিভ মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি এবং হেটেরোনরম্যাটিভ মানসিকতা বিরোধী সুর পরিব্যাপ্ত হয়েছে নগরকীর্তন সিনেমাতেও। কীর্তনগানের সাহচর্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, চৈতন্যদেবের পুতুল ব্যবহার সমাজের প্রথাগত হেটেরোনরম্যাটিভ ধারণার বিপরীতে অবস্থিত। মূল চরিত্র পুঁটি অর্থাৎ পরিমল একজন ট্রান্স মহিলা। শরীরে ছেলে হয়ে জন্ম নিলেও মনে-প্রাণে সে একজন নারী। পরিমলের পুঁটি হয়ে ওঠা তার ইচ্ছাপূরণের গল্প। সত্যি কি পুঁটির ইচ্ছাপূরণ হয়েছিল? নাকি সমাজের নৃশংস কঠোরতার কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল? পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী পুঁটির পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা, আচরণের মধ্য তথাকথিত জেন্ডার আইডেন্টিটি সীমাবদ্ধ পরিধিকে অতিক্রম করেছেন। শরীরে পুরুষ হয়েও গুরুত্ব দিয়েছেন তার মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাকে। লম্বা কালো চুল, মুখে মেকাপ, ঠোঁটে লিপস্টিক, গলায় হার, হাতে চুরি পুঁটির পছন্দের সাজ। এই সাজে পুঁটি যেন তথাকথিত 'নারীসুলভ'। চৈতন্যদেব যেভাবে নারীভাবে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা পুঁটিও চৈতন্যের অনুলিপিস্বরূপ মধুর প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট। মধু একাধারে ডেলিভারি বয়, অন্যদিকে সে কীর্তনে কৃষ্ণের মতোই বাঁশি বাজায়। যৌনতার এই উদযাপন আরও ছড়িয়ে পড়ে চৈতন্যদেব ও কীর্তন গানের অনুষঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। রাধা-কৃষ্ণের এই কীর্তন প্রসঙ্গে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রাধা যেমন কৃষ্ণের অভিসারে যেত, চৈতন্যদেব রাধাভাবে কৃষ্ণের প্রতিমিলনের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হত তেমনি পুঁটিও তার মধুদার সঙ্গে যাচ্ছেন মিলিত হতে।

> "শ্যাম সোহাগিনী শ্রীমতি রাধারানী আমার, তাঁর প্রাণপ্রিয় সখীদের ডেকে বলিলেন আমি আজ মধুর অভিসারে যাব।"

কৃষ্ণের বাঁশি শুনে আত্মহারা রাধা এবং রাধা ভাবে ভাবিত চৈতন্য হা কৃষ্ণ! বলার ব্যাকুলতা সবই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে পুঁটির মধুর প্রতি আকুলতার মধ্য দিয়ে। পুঁটির স্বপ্নপূরণ, আকাঙ্ক্ষাপূরণ। এই যৌন সম্পর্ক বিসমকামী, সমকামী, না দুইই? এর মধ্য দিয়ে জেন্ডার বা সেক্সুয়াল ফ্লুয়িডিটির আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যায় এবং তার উদযাপনও ব্যাপক, বিস্তৃত। পুঁটির নিজেকে মেয়ে হিসেবে গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টা ও লড়াই, তার সহযোগী যোদ্ধা মধুদা। সার্জারির মাধ্যমে নারীদেহ গড়ে তোলার জন্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করেন। আজকের দিনে এমন সাহসী পদক্ষেপ আইনি অনুমোদনের বৈধতা সংক্রান্ত কারণ ছাড়া মুখরিত হতে পারত না। যা সমাজের চিরাচরিত সংকীর্ণ লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের বাধা অতিক্রমী মানসিকতার পরিচয় বহন করে। বিসমকামী লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ে কনফর্ম করতে না পেরে পুঁটি মানিয়ে নিতে পারেনি পরিবার, সমাজ, এমনকি তার ভালোবাসার মানুষ সুভাষ দার কাছেও। সকলের কাছে অপমানিত হয়ে, আঘাত পেয়ে সমস্ত সম্পর্কের বন্ধন তুচ্ছ করে সে পালিয়ে আসে কলকাতায়। তার প্রতিবাদী হৃদয় মুখরিত হয়ে ওঠে নীরবতার, ভাষাহীনতার আবেগে। সে হিজড়া কমিউনিটিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। এখান থেকেই পুঁটির মধু দার সঙ্গে তার প্রেম এবং নারীসুলভ সত্তার স্বতস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

পরিচালক কৌশিক সেন আত্মমর্যাদাপূর্ণ পুঁটির ইচ্ছাকে সমাজের প্রথাগত বিসমকামী ধারণার কাছে সমর্পন করেননি। কিন্তু সমাজকে পুরোপুরি উপেক্ষাও করতে পারেননি। তার প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী। গুরুমাকে না বলে পুঁটি মধুদার সঙ্গে আসে এবং একটা হোটেলে রাত কাটায়। সেই সময়ের সংলাপ, -

> "**পুঁটি**।। কোথাও না বলে যাওয়া তো বারণ। ব্যাটাছেলেদের মতো বড়ো বড়ো হাত, একটা সাঁটিয়ে ঝাড়লে না চোখে লোডশেডিং দেখবে। উফ! বড্ড গরম। চুলগুলো একটু খুলি বাবা।
> **মধু**।। না। না। না। যতদিন না তোমার নিজেরটা বড়ো হচ্ছে এরকমই থাক।
> **পুঁটি**।। আমার নিজেরটা কিন্তু কার্লি। সে তুমি বললে স্ট্রেট করে নেব।
> **মধু**।। একদম তৈরি হয়ে আসবে। আমার জোড়াতাপ্পি ভালো লাগে না, পুঁটি হয়ে আসবে।"[৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 100
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 797 - 803
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই সংলাপের দ্বারা কি স্বীকৃতি পায় না যে, নারী পুরুষের বিসমকামী সম্পর্কেই পরিচালক কনফর্ম করেছেন? এই সংলাপ কি বাইনারী অতিক্রমী মানসিকতার পরিচয় বহন করে? নাকি পুরুষ-নারী বিভাজনগত পার্থক্যকে মনে পড়িয়ে দেয়। পুরুষ-নারী দুই সত্তাই পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণে ভিন্ন, তাদের জেন্ডার আইডেন্টিটিও নির্দিষ্ট এই সংলাপ সেটাই প্রমাণ করে। পুরুষ মানেই ক্ষমতাশালী, তুলনায় নারীরা কোমল, নমণীয়। এছাড়াও নারীর সাজ-পোশাক পুরুষের মনোরঞ্জনের উদ্দ্যেশ্যেই ব্যবহৃত। পরিচালকের প্রচ্ছন্ন হেটেরোনরম্যাটিভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তার আরও একটা উদাহরণ-

> "**পুঁটি**।। একটা কথা সত্যিকরে বলত মধু দা যখন আমরা সঙ্গ করেছি তোমার মনে হয়েছে আমি ছেলে? আসলে আমি একজন মেয়ে মধু দা। প্যান্ট-শার্ট পড়িয়ে ওরা আমাকে ছেলে বানাতে পারেনি জানো। আমি জন্ম থেকেই এরকম, একজন মেয়ে। শরীরে ভুল আছে, ঠিক করতে হবে। ইস্কুলে অঙ্ক ভুল করলে যেমন আবার করে কষতে হয় না ওরকম। এখন তো আর চুল ও কাটছি না...মাঝখানে সিঁথি করে বিনুনি কাটলে চোখ ফেরাতে পারবে না।
> **মধু দা**।। চুলটা পড়ে নাও। যতদিন না তোমার নিজের চুল বড়ো হচ্ছে আমার সামনে খুলো না পুঁটি, কক্ষনোও খুলো না। আমার ভালো লাগে না।
> **পুঁটি**।। আমাকে একটু হেল্প করো মধু দা। সমস্ত অঙ্ক ঠিক কষে দেখিয়ে দেব। এক ইঞ্চি পরিমল থাকবে না এ শরীরে।"[১০]

এ যেন বিসমকামীতার মডেলেই সমকামীতার সেলিব্রেশন। পুঁটির তথাকথিত নারী হয়ে ওঠা এবং তার সঙ্গে মধু দার সম্পর্ক সূত্রে পরিচালক বিসমকামী যৌনতাকেই কি প্রশ্রয় দিয়েছেন? এই ধরণের সমান্তরাল যৌনতা বা বিচিত্র লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও সমাজ নির্মিত আধিপত্যশালী বাইনারীকে কি অতিক্রম করতে পেরেছে? এই প্রশ্ন রয়েই যায়।

প্রথম থেকেই পুঁটি চরিত্রটি মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। সামাজিক নির্মমতা, পিতার আঘাতে জর্জরিত পুঁটিকে নিজের ইচ্ছা অবদমিত হয়ে পড়েছিল। প্রাথমিক ভাবে মধুর আবির্ভাবে পুটঁকে সেই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিলেও পরবর্তীকালে যত সময় যায় দেখা যায় তার ভেতরের টানাপোড়েন আরও বাড়তে থাকে। সে শারিরীক ভাবেও নিজেকে পরিবর্তন করে পুরোপুরি মেয়ে হতে চায়। পুঁটির এই ইচ্ছের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই। সেটা তার নিজের আশা, মানসিক আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা। কিন্তু পরিচালক পুঁটি চরিত্রটিকে আঁকতে গিয়ে তার মেয়েলি সত্তাটিকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন সমাজ নির্মিত তথাকথিত স্ত্রীলিঙ্গ পরিচয়ের বৈশিষ্ট্যতেই কনফর্ম করেছে। এখানেই *নগরকীর্তন* সিনেমার সীমাবদ্ধতা।

পুঁটির জীবনে এই মানসিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও মধুদা কে ভালোবেসে শান্তিতেই ছিল, আনন্দে ছিল। সমস্যা শুরু হল সে যখন মধুদার সঙ্গে বেড়িয়ে গেল তার গুরুমার আশ্রয় ছেড়ে। নবদ্বীপ ধাম যেটা চৈতন্যের শান্তির নীড় সেখান থেকেই পুঁটির করুন পরিনতির শুরু। আজকের নবদ্বীপ পরিচালকের কাছে সমালোচিত। যে চৈতন্যধামে লিঙ্গ যৌন পরিচয়ের বৈচিত্র্য উদযাপিত হয়েছিল সেই ধামেই পুঁটির বিকল্প লিঙ্গ ও যৌন সংস্কৃতির নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক অবদমনের সূত্রপাত। হিজড়ে সম্প্রদায়ের কাছে মর্মান্তিক আঘাত, সবশেষে পুলিশ কাস্টিডিতে তার মৃত্যুবরণ সমাজের নৃশংস আধিপত্যবাদী নিয়ন্ত্রনের চেহারাকে তুলে ধরে। এই জঘন্য অপরাধকে পরিচালক সমর্থন করেননি। যদিও মধুর নারীবেশ ধারণের মধ্য দিয়ে পরিচালক সমাজের নিষ্ঠুর প্রথাবদ্ধ ধারণার বিরুদ্ধে আঘাত করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত মানুষদের প্রতি সমাজের কঠিন, নির্মম আঘাতকে উপেক্ষাও করতেও পারেননি।

আরেকটি প্রেমের গল্প ও *নগরকীর্তন* এই দুটি সিনেমা পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে অভিরূপ ও পুঁটির স্বতন্ত্র অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এখানেই পরিচালকের দুই চরিত্রের প্রতি দুই ভিন্ন মানসিকতা ধরা পড়ে। অভিরূপের জেন্ডার পারফরমেন্স অনেক বেশি স্বাধীন, সে প্রথাগত হেটেরোনরম্যাটিভ ধারণা অনুযায়ী নারী বৈশিষ্ট্যে কনফর্ম করেনি। তার চরিত্রের স্বতন্ত্রতা তাকে নারী-পুরুষ বাইনারী অতিক্রমী মানসিকতায় পর্যবসিত করেছে। বা বলা যেতে পারে, পরিচালক তাকে মুক্ত মানসিকতার অধিকারী রূপে প্রস্ফুটিত করেছে। অন্যদিকে পুঁটিকে সেই হেটেরোনরম্যাটিক ধারণার দ্বারা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 100
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 797 - 803
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছেন। এখানেই দুই চরিত্রের দুই ভিন্ন সত্তার প্রকাশ, যা বিকল্প লিঙ্গ ও যৌন পরিচয় প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

জুডিথ বাটলার তাঁর 'Gender Trouble: Feminism subversion of identity' গ্রন্থে বলেছেন, -

> "লিঙ্গ চিহ্নের উপর নির্ভর করে লিঙ্গ ও যৌন পরিচয় প্রতিস্থাপিত হয় না। একটা মানুষের মধ্যেই দ্বৈত সত্তা থাকতে পারে, আবার যৌন সম্পর্কও সমকামী, বিসমকামী, উভকামী ও আরও বহুবিধ হতে পারে।"[১১]

এই আপ্তবাক্যকে সঙ্গী করে চৈতন্যদেব এবং সেই অনুষঙ্গে *আরেকটি প্রেমের গল্প* ও *নগরকীর্তন* সিনেমার পর্যালোচনা। কিন্তু মুক্ত অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগে মন ও চিত্ত, নাগরিক সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা, উচ্চশিক্ষা মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে সমাজের চিরাচরিত লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়গত ভাবধারা নিরপেক্ষ মানসিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে সুদূর মধ্যযুগীয় অতীতে চৈতন্যদেব যা পেরেছিলেন আজকের মানুষের পক্ষে তেমন ভাবধারার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। ক্ষমতার অপব্যবহার লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের ফ্লেক্সিবিলিটিকে দমন করেছিল। পরবর্তীকালে কিছু শ্রেণির মানুষের সচেতন প্রয়াসের ফলস্বরূপ বিভিন্ন সাহিত্য সিনেমার আত্মপ্রকাশ, যেখানে বিকল্প যৌনতাকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা। তবে যতই আইন প্রনয়ণের দ্বারা এর স্বাভাবিকত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন মানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী এই বিষয়ে সফল প্রয়াস দেখিয়েছেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দর্শককে এই নন-নরম্যাটিভ মানুষগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীলতার দৃষ্টি দিতে সাহায্য করেছে। এখানেই পরিচালক কোশিক গাঙ্গুলীর সার্থকতা।

Reference:

১. ভানিতা, রুথ এবং সালিম কিতবাই, *সেম সেক্স লাভ ইন ইন্ডিয়া : লিটারেরি হিস্ট্রি,* পেঙ্গুইন, ২০০৮, পৃ. ৭৫
২. আচার্য, অনিল, সাহা অর্ণব, যৌনতা ও বাঙালি, অনুষ্টুপ, ২০১৮, পৃ. ১৫
৩. ভানিতা, রুথ এবং সালিম কিতবাই, *সেম সেক্স লাভ ইন ইন্ডিয়া: লিটারেরি হিস্ট্রি,* পেঙ্গুইন, ২০০৮, পৃ. ৭৫
৪. তদেব
৫. সেন, সুকুমার (সম্পাদক), *বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত*। সাহিত্য অকাদেমী, ২০১৮, পৃ. ১৬১
৬. তদেব
৭. *আরেকটি প্রেমের গল্প,* কৌশিক গাঙ্গুলী (পরি), তপন বিশ্বাস, ২০১০
৮. তদেব
৯. *নগরকীর্তন,* কৌশিক গাঙ্গুলী (পরি), সানি ঘোষ রায়, ২০১৯
১০. তদেব
১১. বাটলার, জুডিথ, *জেন্ডার ট্রাবেল : ফেমিনিজম অ্যান্ড সাবভার্সেন অফ আইডেন্টিটি,* রুটলেজ, ১৯৯০, পৃ. ৮